ঘরে ঘরে কল্যাণ ॥ থাকুক বহমান

কোরবানির সামাজিকায়নে অংশ নিন

২০২৫

১৬৩ গরু ॥ ১৪১ খাসী
মাংস উপহার দেয়া হয়েছে ২০ হাজার পরিবারে

২০২৬

এবার লক্ষ্য ইনশাআল্লাহ
৩০ হাজার পরিবার!

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
quantummethod.org.bd

‘কোরবানির পশুকে আল্লাহ তাঁর মহিমার প্রতীক করেছেন। তোমাদের জন্যে এতে রয়েছে বিপুল কল্যাণ। অতএব এগুলোকে সারিবদ্ধভাবে বাঁধা অবস্থায় এদের জবাই করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো। এরপর এরা যখন জমিনে লুটিয়ে পড়ে, তখন তা থেকে (মাংস সংগ্রহ করে) তোমরা খাও এবং কেউ চাক না চাক সবাইকে খাওয়াও। ...’

[সূরা হজ : ৩৬]

ঘটনাটি ২০২৫ সালের কোরবানির সামাজিকায়নের। এক দায়িত্বশীল কয়েক প্যাকেট মাংস শাখা থেকে নিয়ে এসেছেন। তালিকা ধরে তার এলাকায় বিতরণ করবেন। নিজ ঘরে ফেরার সময় মহল্লার সরু গলি ধরে হাঁটছিলেন। হঠাৎ একটা ঘর থেকে কিছু কথা ভেসে এলো। তিনি শুনলেন, এক শিশু তার মাকে বলছে, ‘এবার কোরবানিতে তো কেউ আমাদের মাংস দিল না! মা, আমরা এবার কোরবানির মাংস খাব না?’

দায়িত্বশীল বুঝলেন—এ পরিবারটি এমন, যারা কারো কাছে চাইতে পারে না। তিনি বাসায় সব প্যাকেট নামিয়ে রেখে প্রথমেই নিজের জন্যে বরাদ্দকৃত প্যাকেটটি নিয়ে সেই বাসায় চলে গেলেন। বললেন, কোয়ান্টামের পক্ষ থেকে আমাদের গুরুজী আপনাদের জন্যে কোরবানির উপহার পাঠিয়েছেন।

আকস্মিক উপহার পেয়ে ভদ্রমহিলা আবেগাপ্লুত হয়ে গেলেন। বললেন, স্বামীর মৃত্যুর পর এই কয়েক বছরে কেউ কোরবানির দিন আমাদের খোঁজ নেয় নি। আপনাদের গুরুজী কে? কোথা থেকে তিনি আমাদের খোঁজ পেলেন আর মাংস পাঠালেন?

এটাই কোরবানির সামাজিকায়ন। সমাজের সবার মাঝে মমতার এক অদৃশ্য বন্ধন তৈরি করা। মমতা বিতরণ করা, মমতা ছড়িয়ে দেয়া। অজ্ঞতা-অসচেতনতায় সুস্পষ্ট ধর্মীয় নির্দেশনাকে বাণিজ্যিক পণ্যে রূপান্তরিত করার কারণে নির্মমতা, ঘৃণা, বিদ্বেষ, লোক-দেখানো প্রতিযোগিতা, অতিভোজনস্পৃহা, পণ্যদাসত্ব ইত্যাদির মতো যে-সব রুগ্‌ণতা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বেড়ে উঠছে, তার

আসল দাওয়াই হচ্ছে এই মমতা বা সমমর্মিতা। যেখানে সবাই অনুভব করবে যে, আমি একা নই! আমার পাশে দাঁড়ানোর মতো কেউ আছে।

মমতা বিলিয়ে দেয়ার এমনই অগণিত দৃষ্টান্ত আমরা দেখি নবীজী (স) ও তাঁর সাহাবীদের জীবনে। কোরবানির প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নবীজী (স) ও সাহাবীরা মদীনায় কোরবানির ঈদ পালন শুরু করলেন দ্বিতীয় হিজরি থেকে। হাদীস এবং ঐতিহাসিক তথ্য থেকে পাওয়া যায় যে, নবীজী (স) এবং সাহাবীরা কোরবানি দেয়ার পর আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের বাড়িতে কোরবানির মাংস পৌঁছে দিতেন। গরিবদের ডেকে সম্মানের সাথে খাওয়াতেন।

এখনকার সমাজে যে চিত্র আমরা দেখি, তাতে গরিবদের ডেকে সম্মানের সাথে খাওয়ানোও হয় না, প্রকৃত হকদারের কাছে কোরবানির মাংস পৌঁছেও দেয়া হয় না। অনেক সময় মাংস দেয়া হয় নিতান্তই করুণা, অবহেলা ও তুচ্ছতাচ্ছিল্যের সাথে। কখনো কখনো দেয়া হয় মাংসের সবচেয়ে খারাপ অংশ বা উচ্ছিষ্ট।

কোরবানির সত্যিকারের উদ্দেশ্য হলো, নিজের ভেতরে ত্যাগের মানসিকতা গড়ে তোলা। অহংকার লোভ হিংসা কার্পণ্য এবং এ ধরনের সব নেতিবাচক অনুভূতি থেকে নিজেকে মুক্ত করা। আল্লাহর নির্দেশ মেনে চারপাশের সবাইকে সম্মানের সাথে মমতার সাথে কোরবানির আনন্দ ও সওয়াবের অংশী করা। অথচ আমাদের জীবনে কোরবানির এই লক্ষ্যগুলো প্রতিবছরই অপূর্ণ থেকে যায়।

পেশাদার ভিক্ষুকচক্রের দৌরাত্ম্যে গরিব-অভাবীদের হক যথাযথভাবে আদায় করা হয় না। যারা কারো কাছে মাংস চাইতে পারে না, এমন অনেক পরিবার ঈদের দিন কোরবানির মাংস কিনে খেতে বাধ্য হয়। অথচ আমাদের দেশে মোট পরিবারের সংখ্যা চার কোটির বেশি এবং পশু কোরবানি হয় প্রায় এক কোটি। অর্থাৎ মোটা দাগে বলা যায়, একটি পশুর মাংস গড়ে চারটি পরিবারের মাঝে বিতরণ করে দেয়া যায় সহজেই। যথাযথভাবে বিতরণের পরেও উদ্বৃত্ত হিসেবে থেকে যাবে বিপুল পরিমাণ মাংস।

একদিকে বহু পরিবার কোরবানির মাংস খেতে পারছে না, অন্যদিকে অনেক সামর্থ্যবানের ঘরে ফ্রিজের পর ফ্রিজ ভর্তি করে রাখা হচ্ছে কোরবানির মাংস— এটাই এখনকার বাস্তবতা। এই সামাজিক অবিদ্যা ও স্বার্থপরতার চিত্র বদলে দিতেই কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন উদ্যোগ নিয়েছে কোরবানির সামাজিকায়নের।

কোরবানির সামাজিকায়নের রয়েছে নানারকম প্রাপ্তি :

সামাজিক জীবনে

১. সমমর্মিতা বৃদ্ধি

ক. এখন মানুষে মানুষে যোগাযোগ কমে গেছে, মমতাও কমে গেছে। এই আত্মকেন্দ্রিকতা ও একাকিত্বের মহামারি থেকে মানুষকে বের করে আনার সুযোগ কোরবানির সামাজিকায়ন।

খ. একদিকে আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন, পাশাপাশি নবীজীর (স) সুন্নত মোতাবেক চারপাশের ৪০ ঘরের সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটবে।

২. বৈষম্য দূরীকরণ

ক. সাধারণত ধনাঢ্য ও অপেক্ষাকৃত সচ্ছল পরিবারগুলোতে বা অঞ্চলে কোরবানি বেশি হয়। কোরবানির সামাজিকায়নের মাধ্যমে এই অতিরিক্ত মাংস প্রকৃত সুবিধাবঞ্চিত পরিবারগুলোর কাছে পৌঁছে দেয়া হয়। সমাজে বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

৩. প্রশান্তি ও বিপুল কল্যাণ বিনিময়

ক. সেবা-কাজের মধ্য দিয়ে সমাজে কমবে অসহিষ্ণুতা। ফলে বাড়বে প্রশান্তি।

খ. সূরা হজের ৩৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, '... তোমাদের জন্যে এতে রয়েছে বিপুল কল্যাণ'। এই বিপুল কল্যাণ যত বিনিময় হবে তত সবার কল্যাণ বাড়তে থাকবে, ধীরে ধীরে একটি কল্যাণকামী সমাজ গড়ে উঠবে।

ব্যক্তিজীবনে লাভ

ক. প্রতিবেশীর হক আদায় ফরজ : কোরবানির সামাজিকায়নের মধ্য দিয়ে এমন অনেক পরিবারে মাংস পৌঁছানো হয়, যারা অন্যের কাছে চাইতে পারেন না। আমাদের যে প্রতিবেশী কোরবানি করেন নি, তাদের চাপা কষ্টের ধ্বনি যেন আমরা শুনতে পাই। কোরবানি না করা প্রতিবেশীর সাথে আনন্দ নিয়ে কোরবানির মাংস শেয়ার করতে পারা পরিপূর্ণ বিশ্বাসী হয়ে ওঠার জন্যে জরুরি। আমরা স্মরণ করতে পারি *হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী*র ৪০২ নম্বর হাদীস : 'প্রতিবেশীকে ক্ষুধার্ত রেখে যে পেটপুরে খায়, সে বিশ্বাসী নয়'। সুতরাং কোরবানির মাংস আমি পেটপুরে খেলাম আর প্রতিবেশী খেলেন কিনা সে খোঁজ নিলাম না, এটা আমার জন্যে লজ্জার।

খ. পরিতৃপ্তি : নিছক খাওয়া ও বিনোদনে সময় ব্যয় না করে মহৎ কাজে অংশী হওয়ার পরিতৃপ্তি লাভ।

গ. বরকত ও সওয়াব : কোরবানির সামাজিকায়ন সঙ্ঘবদ্ধ কাজ। তাই যিনি এক নামে কোরবানি দিলেন, প্রায় ৩০ হাজার পরিবারে কোরবানির মাংস উপহার হিসেবে পৌঁছানোর সওয়াবের ভাগীদার হবেন তিনি।

ঘ. নবীপ্রেমের প্রকাশ হিসেবে অনেকে নবীজী (স)-এর শানে কোরবানি দিয়ে থাকেন। তাই এ কাজে শরিক হওয়ার মধ্য দিয়ে আপনি সম্মিলিত কবুলিয়তের অংশীদার হবেন। প্রখ্যাত তাবেঈ হানাশ (র) বলেন, আমি আলী (রা)-কে দুটি বকরী কোরবানি করতে দেখলাম। আমি তাকে বললাম, এটি কী? [আপনার উপর তো একটি আবশ্যক ছিল কিন্তু আপনি দুটি করলেন কেন?] তিনি বললেন, রসুল (স) আমাকে অসিয়ত করেছেন তাঁর পক্ষ থেকে কোরবানি করতে। ... *[আবু দাউদ]*

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

৯ম হিজরি ছিল মদিনার জন্যে অত্যন্ত কঠিন। সে-সময় অনাবৃষ্টি ও ফসলের অভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। মদিনার বাইরের গ্রামগুলো এবং মরুভূমি থেকে প্রচুর বেদুইন খাদ্যের সন্ধানে শহরে চলে আসে।

সেই বছর দুর্ভিক্ষ থাকায় কোরবানির সময় নবীজী (স) সাহাবীদের নির্দেশ দেন যে, 'তোমরা কোরবানির গোশত তিন দিনের বেশি জমিয়ে রেখো না।' এই নির্দেশের উদ্দেশ্য ছিল যাতে সচ্ছল ব্যক্তিরা তাদের কোরবানির গোশত জমিয়ে না রেখে যাদের প্রয়োজন, তাদের মাঝে দ্রুত বিলিয়ে দেয়। কোরবানির এই সামাজিকায়নের বরকতে পরের বছর মদিনায় সার্বিক পরিস্থিতির উন্নতি হলো।

নবীজী (স) শেষবারের মতো কোরবানি দেন বিদায় হজে। ইয়েমেন থেকে ১০০টি উট আনা হলো। তিনি নিজে ৬৩টি উট জবাই করলেন। এরপর তাঁর নির্দেশে বাকি উটগুলো জবাই করলেন আলী (রা)।

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণিত : (জবাই শেষে) নবীজী (স) নির্দেশ দিলেন, প্রতিটি উট থেকে এক টুকরো করে মাংস নিয়ে আসো। ১০০ টুকরো মাংস জড়ো করার পর এক হাঁড়িতে ঢেলে রান্না করা হলো। রসুলুল্লাহ (স) এবং আলী (রা) সেখান থেকে খেলেন ও সুরুয়া পান করলেন। *[মুসলিম]*

কোরবানিকৃত ১০০টি উটের বাকি বিপুল পরিমাণ মাংস ধনী-গরিব নির্বিশেষে বিতরণ করে দেয়া হয়। নবীজী (স)-এর ওফাতের পর সকল সাহাবী, তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈ কোরবানির এই উদার আদর্শ অনুসরণ করেছেন।

৯৯ হিজরিতে ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (র) খলিফা হওয়ার পর কাবা শরীফের জন্যে নতুন গিলাফের অনুরোধ জানিয়ে মক্কার গভর্নর তাকে চিঠি পাঠালেন। কেননা এর আগের বেশ কয়েকজন খলিফা দায়িত্ব গ্রহণের পর কাবা শরীফে নতুন গিলাফ উপহার দেন। ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (র) চিঠির জবাবে লিখলেন : গিলাফের জন্যে বরাদ্দ অর্থ আমি ক্ষুধার্তদের পেট ভরানোর কাজে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কাবা শরীফে নতুন গিলাফ পরানোর চেয়ে তাদের হক বেশি।

কোরবানির সামাজিকায়নের চূড়ান্ত মনছবি

ক. আমাদের দেশের ৯০ হাজারের বেশি গ্রামে এবং প্রতিটি শহরের বিভিন্ন এলাকায়/ মহল্লায় সামাজিকায়নের টিম তৈরি হবে। অর্থাৎ কোরবানির সামাজিকায়ন হবে আমাদের সংস্কৃতির অংশ।

খ. ঈদুল আজহার দিনে দেশের প্রতিটি পরিবারে পৌঁছে যাচ্ছে কোরবানির সামাজিকায়নের মাংস।

কোয়ান্টামের নিবেদিতপ্রাণ দায়িত্বশীলদের করণীয়

১. প্রো-মাস্টার, গ্রাজুয়েট, এসোসিয়েটদেরকে সামাজিকায়নের কোরবানিতে এক নামে ২১ হাজার টাকায় শরিক হতে উদ্বুদ্ধ করা।

২. কোরবানির দিনে সামাজিকায়নের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করা। কাজের প্রতিটি ধাপে ইতিবাচক ও শোকরগোজার থাকা।

৩. নবীন কোয়ান্টিয়ার তৈরি : কোরবানির আগে ও কোরবানির দিনে নানাবিধ কাজে কিশোর-তরুণদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৪. সুষ্ঠু পরিকল্পনা : গরু-খাসী কেনা, জবাই, প্রসেসিং, প্যাকেজিং, বিতরণসহ সব কাজের সুন্দর পরিকল্পনা করে ফেলা এবং সে অনুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ।

৫. মনে রাখতে হবে, কোয়ান্টিয়ার মানে হলো 'নট টু কমপ্লেইন, বাট টু সলভ'। অভিমান-অভিযোগের মানসিকতা থেকে বেরিয়ে এসে সহযোগিতা ও সমাধানের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করা।

কেন্দ্রীয় দফতর : ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ২২২২২১৪৪১, ০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩, ০১৩২৯-৭৪৬৬০৫